পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিকেএসএফ

ত্রৈমাসিক
তথ্য সাময়িকী

২০১৫ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৪২২ আশ্বিন-অগ্রহায়ণ

সূচি

নেদারল্যান্ডসের রাণী ম্যাক্সিমা'র পিকেএসএফ সফর	১
সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন	২
কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি)-এর কার্যক্রম	৪
সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি	৫
DFID-র প্রতিনিধি কর্তৃক সাতক্ষীরায় সংযোগ কর্মসূচি পরিদর্শন	৬
সংযোগ কর্মসূচির আওতায় কবুতর পালন	৬
অন্তর্ভুক্তিমূলক বীমা বিষয়ক সেমিনার	৬
লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ-একটি নতুন সম্ভাবনা	৭
ইউপিপি-উজ্জীবিত কার্যক্রম	৭
গবেষণা কার্যক্রম	৭
PACE প্রকল্পের কার্যক্রম	৮
SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম	৮
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৯
সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি স্বাক্ষর	১০
Bangladesh Development Forum 2015-এ অংশগ্রহণ	১০
পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র	১১
ফাউন্ডেশনের ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা	১২
পরিচালনা পর্ষদের সভা	১২

পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
(পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮৮০-২-৯১২৬২৪০-৩
৮৮০-২-৯১৪০০৫৬-৯
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল : pksf@pksf-bd.org
ওয়েব : www.pksf-bd.org

নেদারল্যান্ডসের রাণী ম্যাক্সিমা'র পিকেএসএফ সফর

নেদারল্যান্ডসের মহামান্য রাণী ম্যাক্সিমা বিগত ১৭ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে তিন দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন। তিনি জাতিসংঘ মহাসচিবের **ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স ফর ডেভেলপমেন্ট** বিষয়ক বিশেষ দূত হিসেবে এই সফর করেন। রাণী ম্যাক্সিমা আর্থিক প্রক্রিয়ায় সব মানুষের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বৈশ্বিক উদ্যোগ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই সফরে বাংলাদেশে আসেন। রাণী ম্যাক্সিমার পরিদর্শনের পূর্বে তাঁর বিশেষ দূত হেনরি জ্যাকলিন-এর নেতৃত্বে একটি অগ্রগামী দল বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। এই সময় তাঁরা পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম-এর সাথে দীর্ঘ বৈঠক করেন। হেনরি জ্যাকলিন সার্বিক বিষয়সমূহ সূক্ষ্মভাবে বিশেষণ করে ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ে রাণীকে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য পিকেএসএফ-কে নির্বাচন করেন।

মহামান্য রাণী সফরের প্রথম দিনেই (১৭ নভেম্বর ২০১৫) পিকেএসএফ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি দুপুর ১:৪৫ থেকে ৩:১৫ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এ অবস্থান করেন। এই সময় পিকেএসএফ-এর সভাপতি মহোদয়, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধানসহ এনজিও ব্র্যাক, আশা-র নির্বাহী প্রধান, গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র-অর্থায়ন খাতের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

রাণীর আগমন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদান করেন। এর পর পিকেএসএফ-এর সভাপতি মহোদয় পিকেএসএফ-এর সার্বিক ঋণ কার্যক্রমে মানব-কেন্দ্রিক বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, সময়ের সাথে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ খাতে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ পরিবর্তন, বর্তমানে দরিদ্রকে অর্থায়নের ধারণা ছাড়িয়ে ক্ষুদ্রঋণ বৃহৎ পরিসরে ভিন্ন উদ্দেশ্যে ক্রমবিকশিত হয়েছে। তিনি দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা এবং অন্যান্য সংশিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধানবৃন্দ ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল যথাযথ অর্থায়নের মাধ্যমে জীবনমানের পরিবর্তন। রাণী ম্যাক্সিমা ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি এবং পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের জনমুখী লক্ষ্য বিষয়ে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরিশেষে, ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন এবং নেদারল্যান্ডসের বিবিধ স্মৃতি রোমন্থন করেন।

মহামান্য রাণী বাংলাদেশ সফরকালে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের ওপর একটি সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে এক সাক্ষাতে মিলিত হন এবং তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত ও ফলপ্রসূ আলোচনা করেন।

সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন

• পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বিগত ২৮-২৯ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে **নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)**-এর **সমৃদ্ধি**ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন তাঁদের সফরসঙ্গী ছিলেন। পরিদর্শনকালে তাঁরা সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত **সমৃদ্ধি** উন্নয়ন মেলা ও সুধী সমাবেশ এবং নাগরিক সমাজের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। পিকেএসএফ-এর সভাপতি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় পায়রা উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করেন এবং মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। মেলা উপলক্ষে স্বাস্থ্য ক্যাম্পেরও আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পসমূহে বিভিন্ন ধরনের ৩৩৫ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক অংশগ্রহণ করেন।

২৯ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে পিকেএসএফ-এর সভাপতি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সহযোগী সংস্থা **শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)**-এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। এই সময় সভাপতি মহোদয় **এসডিএস**-এর প্রধান কার্যালয়ের নির্মিতব্য স্থায়ী ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। সভাপতি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত **সমৃদ্ধি**সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রদর্শনী স্টল পরিদর্শন করেন। স্টলসমূহে সমৃদ্ধ বাড়ির নমুনা, সবজি চাষের প্রদর্শনী, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম ইত্যাদি উপস্থাপন করা হয়। জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান, মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ এই সময় তাঁদের সাথে ছিলেন।

• বিগত ১৯-২১ ডিসেম্বর ২০১৫ পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম **যমযম বাংলাদেশ** কর্তৃক আয়োজিত শিশু শিক্ষা মেলা এবং **টিএমএসএস**-এর সমৃদ্ধিভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য সিলেট জেলা ভ্রমণ করেন। পরিদর্শনে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন তাঁদের সফরসঙ্গী ছিলেন।

২০ ডিসেম্বর **যমযম বাংলাদেশ** কর্তৃক আয়োজিত শিশু শিক্ষা মেলায় সভাপতি মহোদয় প্রধান অতিথি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সম্মানিত অতিথি হিসেবে এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে স্কুলের পোশাক বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে নির্বাচিত সদস্যদেরকে কম্পিউটার, সেলাই মেশিন এবং হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়।

একই দিনে কর্মকর্তাগণ সহযোগী সংস্থা **টিএমএসএস** কর্তৃক তেতলী ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নকৃত শিক্ষাকেন্দ্র, সমৃদ্ধি উন্নয়ন মেলা ও সুধী সমাবেশ এবং সমৃদ্ধি কেন্দ্রে আয়োজিত ওয়ার্ড সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করেন। মেলায় ১০টি স্টলের মাধ্যমে সংস্থার **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির স্বাস্থ্য কার্যক্রম, সবজি চাষ, বাসক পাতা, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, ভার্মি কম্পোস্ট, আইজিএ কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কার্যক্রম প্রদর্শন করা হয়। মেলা উপলক্ষে আয়োজিত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে ঔষধ এবং মা ও শিশু বিষয়ে ১১৯ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সাথে তাঁরা মতবিনিময় করেন। ৩নং তেতলী ইউনিয়ন পরিষদ এবং টিএমএসএস কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় পিকেএসএফ-এর সভাপতি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

• পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বিগত ৭ থেকে ৮ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে ফাউণ্ডেশনের সহযোগী সংস্থা **ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)** পরিদর্শন করেন। এই সময় তিনি চট্টগ্রামের ওয়াগ্গা ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। পরিদর্শনকালে ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন তাঁর সঙ্গী ছিলেন। তিনি সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। তিনি একটি সমৃদ্ধ বাড়ি, একটি স্যাটেলাইট ক্লিনিক, একটি পুনর্বাসিত ভিক্ষুক পরিবার এবং একটি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

উক্ত ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় ৪টি গভীর নলকূপ স্থাপন এবং ১০টি ভিক্ষুক পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। **সমৃদ্ধি**ভুক্ত ওয়াগ্গা ইউনিয়নে ২৫টি শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমও পরিচালনা করা হচ্ছে।

• পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বিগত ১২ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে হাতিয়াস্থ সহযোগী সংস্থা **দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা** পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে

আয়োজিত কমিউনিটি রেডিও **রেডিও সাগর দ্বীপ**'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। পিকেএসএফ **রেডিও সাগর দ্বীপ**'র কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লিফট প্রকল্পের আওতায় সংস্থাকে সহজ শর্তে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে। কমিউনিটি রেডিও স্থাপন ও পরিচালনার মাধ্যমে তৃণমুল জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং দ্বীপবাসীর জীবন ও জীবিকার উন্নয়ন হবে বলে পিকেএসএফ আশাবাদী।

• পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বিগত ১৩-১৪ নভেম্বর ২০১৫ চুয়াডাঙ্গাস্থ ফাউণ্ডেশনের সহযোগী সংস্থা **ওয়েভ ফাউন্ডেশন** পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ফাউণ্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক জনাব আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ জামান খন্দকার তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। তিনি সংস্থার প্রধান কার্যালয় ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সংস্থার কর্মী সম্মেলনে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে সংস্থার সদস্য পরিবারের ১২ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পিকেএসএফ-এর বহুমুখী কর্মসূচি সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি চুয়াডাঙ্গায় ব্যাক বেঙ্গল ছাগল, গদখালীতে ফুল চাষ, সাতক্ষীরায় কাঁকড়া চাষ ও এ ধরনের

বিভিন্ন পণ্যের ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ, দুবলার চরে প্রচুর শুটকি উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ প্রদান করেন। তিনি সংস্থার ব্যাক বেঙ্গল ছাগলের ব্রিডিং খামার পরিদর্শন করেন।

● পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বিগত ২৬–২৭ ডিসেম্বর ২০১৫ কক্সবাজার জেলায় কর্মরত ফাউন্ডেশনের ১৩টি সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা সভায় মিলিত হন। তিনি কক্সবাজার শহরে অবস্থিত **মুক্তি-কক্সবাজার**-এর সভা কক্ষে সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রধান নির্বাহী এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। সভায় সংস্থাসমূহের মোট ৩২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব দিলীপ পাল তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

সভায় পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচি, প্রকল্প ও বিশেষায়িত কর্মসূচিতে কক্সবাজার জেলাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণ বক্তব্য রাখেন।

● বিগত ২২ অক্টোবর ২০১৫ পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম-১) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের সহযোগী সংস্থা **প্রত্যাশী** পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে **পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান** বিষয়ক প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রশিক্ষণে সংস্থার এরিয়া ম্যানেজার ও সিনিয়র শাখা ব্যবস্থাপকগণ অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপনা প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন ও দিক-নির্দেশনা এবং পরামর্শ প্রদান করেন।

● বিগত ২৬ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের-এর নেতৃত্বে Japan International Cooperation Agency (JICA), Japan-এর জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা প্রফেসর কাজুতু সুজি, Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Japan-এর আঞ্চলিক কর্মকর্তা জনাব হেনরি সেইভেন্স, InM-এর নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর বাকী খলীলী ও সিসিসিপি'র উপ-সমন্বয়কারী জনাব জহির উদ্দিন আহম্মেদ যশোর জেলায় অবস্থিত সহযোগী সংস্থা **আরআরএফ**-এর রামনগর শাখা ও **আদ্-দ্বীন**-এর রূপদিয়া শাখার আওতাধীন ক্ষুদ্রবীমা কার্যক্রম এবং সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ এলাকার সিসিসিপি প্রকল্পের উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী **সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা**র কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

● বিগত ১১ হতে ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন জয়পুরহাট জেলার সহযোগী সংস্থা **জাকস ফাউন্ডেশন, জয়পুরহাট রুরাল ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্ট (জেআরডিএম), এহেড সোশ্যাল অর্গানাইজেশন** এবং বগুড়া জেলার **গ্রাম উন্নয়ন কর্ম** পরিদর্শন করেন। ১১ ডিসেম্বর তিনি জয়পুরহাটস্থ সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির অগ্রগতি ও সংশিষ্ট বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

১২ ডিসেম্বর তিনি **জাকস ফাউন্ডেশন**-এর **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন। তিনি বিষ্ণুপুর সমৃদ্ধি কেন্দ্র এবং রাস্তার পাশে বাসক চাষ ও বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন পরিদর্শন করেন। তিনি ধলাহার ইউনিয়ন পরিষদে অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ করেন এবং ২টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তিনি **ইউপিপি উজ্জীবিত** প্রকল্পের আওতায় এক মাসব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন ও সদস্যদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন। পাঁচবিবি শাখায় **কৃষি ইউনিট ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট**-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কয়েকজন অগ্রগামী সদস্যের সাথে মতবিনিময় করেন।

১৩ ডিসেম্বর তিনি **জেআরডিএম**-এর নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলাধীন কোলা ইউনিয়নে চলমান **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি স্থানীয় কোলা আদর্শ কলেজ মাঠে আয়োজিত স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় ২ জন ভিক্ষুককে বাছুরসহ একটি গাভী, একটি চার্জার ভ্যান, চারটি ভেড়া এবং গরু ও ভেড়ার বাসস্থান তৈরি বাবদ নগদ অর্থ প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। একই সময় তিনি একশত পরিবারকে পরিবারভিত্তিক স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

১৩ ডিসেম্বর তিনি জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল উপজেলায় **এহেড সোশ্যাল অর্গানাইজেশন (এসো)** কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতাধীন স্যাটেলাইট ক্লিনিক, শিক্ষা কার্যক্রম, সংস্থা কর্তৃক পেঁপে চারা ও সবজি বীজ বিতরণ এবং বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন।

একই দিনে তিনি বগুড়াস্থ **গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)**-এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ২ জন উদ্যমী সদস্যের (ভিক্ষুকের) বাড়ি, একটি পাবলিক টয়লেট, বাসক চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট ও **সমৃদ্ধি** কার্যক্রমের আওতায় একজন সদস্যের আয়বর্ধন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি)-এর কার্যক্রম

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় তৃণমূল পর্যায়ের ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে **কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি)** কাজ করছে। বিগত অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত সিসিসিপি'র আওতায় সর্বমোট ৩৪৬ জন উপকারভোগীর বসতভিটা উঁচু করা হয়েছে। এর ফলে প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীরা তাদের গৃহস্থালীর সম্পদসমূহ রক্ষা করতে পারছে। নিরাপদ বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য পিআইপি কর্তৃক এই সময়ে ৭৭০টি টিউবওয়েল এবং ২০৬টি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে বন্যামুক্ত রাখতে ২টি বন্যা আশ্রয়-কেন্দ্র উঁচু করা হয়েছে। ১৩৬০টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ এবং ১১৫২ জন উপকারভোগীকে পরিবেশবান্ধব উন্নত চুলা বিতরণ করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও নিরাপদ খাবার পানির প্রাপ্যতা জনগণকে পানিবাহিত রোগ থেকে রক্ষা করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিকল্প আইজিএ ধারণা হিসেবে ৫৩ জনকে কাঁকড়া পালনে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ৪০০ জন উপকারভোগীকে প্রাকৃতিক জৈব সার উৎপাদনে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ১,৭০৪ জন উপকারভোগীকে ছাগল পালন, ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প স্থাপন এবং বিভিন্ন কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৬০০ জন উপকারভোগীকে হাঁস/মুরগি পালনের ঘর প্রদান, ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প স্থাপন এবং এ সংক্রান্ত কারিগরি সহায়তা দেয়া হয়েছে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত এবং প্রতিনিধিদের কার্যক্রম এলাকা পরিদর্শন

বিগত ১৭ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ৫টি দেশের রাষ্ট্রদূত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ লবণাক্ততাপ্রবণ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও কালিগঞ্জ

উপজেলায় কর্মরত দু'টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান **নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন** এবং **সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা**-এর কর্মকাণ্ডসমূহ পরিদর্শন করেন। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এই প্রতিনিধিদলের সফরসঙ্গী ছিলেন। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে ছিলেন H.E. Mrs. Hanne Fugl Eskjeer, রাষ্ট্রদূত, ডেনমার্ক; H.E. Mr. Pierre Mayaudon, রাষ্ট্রদূত, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন; H.E. Mr. Mario Palma, রাষ্ট্রদূত, ইটালি; H.E. Dr. Thomas Heinrich Prinz, রাষ্ট্রদূত, জার্মানী; H.E. Mr. Eduardo de Laiglesia y del Rosal, রাষ্ট্রদূত, স্পেন। পরিদর্শনকালে প্রতিনিধিদল বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

DFID প্রতিনিধির মাঠ পরিদর্শন

বিগত ২৫ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে DFID-এর Country Representative Ms. Sarah Cooke সিসিসিপি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ এলাকায় **সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থার** বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

প্রকাশনা

সিসিসিপি প্রকল্পের প্রকাশনা Communiqué-এর তৃতীয় সংকলন এবং ৪১টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক তাদের তথ্য ও অগ্রগতি সম্বলিত ৪১টি Brochure প্রকাশিত হয়েছে।

মধ্যমেয়াদী মূল্যায়ন

CASEED কর্তৃক মধ্যমেয়াদী মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নকৃত কার্যক্রমের সার্বিক অর্জন সন্তোষজনক বলে উলেখ করা হয়। এ পর্যন্ত প্রকল্পের লক্ষ্য অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৫০% এর বেশি ফলাফল অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রতিবেদনে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিও সন্তোষজনক বলে উলেখ করা হয়েছে।

অর্ধ-বার্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা

বিগত ১৭, ২০ এবং ২১ ডিসেম্বর সিসিসিপি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নকৃত ৪১টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে অর্ধ-বার্ষিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিষয়ক এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় পিকেএসএফ-এর দু'জন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং জনাব গোলাম তৌহিদ উপস্থিত ছিলেন। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ তাদের প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি ও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত অর্থায়ন

বিগত ডিসেম্বর ২০১৫ বিশ্বব্যাংক হতে সিসিসিপি প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত অর্থায়ন বাবদ ৩.৮৫ কোটি টাকা বর্ধিত অর্থ পাওয়া গিয়েছে। সিসিসিপি'র আওতায় ইতোমধ্যে ১১টি পিআইপি'র অনুকূলে অতিরিক্ত অর্থায়ন বাবদ সর্বমোট ৩ কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি

সমৃদ্ধি কর্মসূচি বর্তমানে ১১১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৭টি বিভাগের ৬২টি জেলার ১৫০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচিতে শিক্ষা সহায়তা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রমসহ নানাবিধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রত্যেকটি ইউনিয়নে নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ওয়ার্ডের নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ এবং প্রতি ৩টি ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে জনগণের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত ১জন নারী ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, যুবসমাজের প্রতিনিধি, বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতিনিধি এবং এই কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মীদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যকে সভাপতি করে ১১ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির মেয়াদ প্রাথমিকভাবে ২ বছর। সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণ পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকেন।

সমৃদ্ধি কেন্দ্র

ওয়ার্ড পর্যায়ে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক কমিটিসমূহের মাসিক সভা অনুষ্ঠানের জন্য **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের প্রতিটি ওয়ার্ডে ১টি করে সমৃদ্ধি কেন্দ্র গঠন করা হয়ে থাকে। ১ম পর্যায়ে ২০টি ইউনিয়নে ১৬৭টি কেন্দ্র ঘর নির্মাণ ও ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে এ সকল কেন্দ্রে নিয়মিতভাবে ওয়ার্ড কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সমৃদ্ধি কেন্দ্রসমূহ উক্ত ওয়ার্ডের একটি উন্নয়ন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা প্রতিবেদনে সমৃদ্ধি কেন্দ্রকে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির একটি অভিনব ও কার্যকর উদ্ভাবন বলে অভিহিত করা হয়েছে। বর্তমানে আরো ২৬টি ইউনিয়নে ২৩৪টি কেন্দ্র ঘর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

চলতি কার্যক্রমের অগ্রগতি

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে ১১০টি সহযোগী সংস্থায় ১৪৪টি ইউনিয়নে মোট ২৬১ জন স্বাস্থ্যসহকারী ও ১,৭৫১ জন স্বাস্থ্যসেবিকা নিয়োজিত রয়েছেন। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫ প্রান্তিকে ২৫,৮৭৬টি স্বাস্থ্যকার্ড বিক্রি হয়েছে, ৩,৪৫২টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক, ৬৭২টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং ৮২টি স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে।

শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম

২০১৬ শিক্ষাবর্ষে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় ১১১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১৫০টি ইউনিয়নে ১,৩৫,১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়মিত পাঠদান করার লক্ষ্যে ৫,০০০টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করার কাজ ডিসেম্বর, ২০১৫ মাসে সম্পন্ন করা হয়েছে। শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রসমূহে ব্যবহারের জন্য ইতোমধ্যে সকল শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে রেজিস্টার সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের পাঠকে আনন্দময়, শিশুবান্ধব ও প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য নিয়মিত পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি শিশুদের জন্য উপযোগী শিক্ষণীয় গল্প, ছড়া, সৃজনশীল কর্ম প্রভৃতি বিষয় সংযোজন করে ৪টি সম্পূরক পুস্তিকা (গল্প, কবিতা, সহজ ব্যায়াম ও খেলাধুলা এবং চারুকলা) ইতোমধ্যে শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রসমূহে সরবরাহ করা হয়েছে।

কারিগরি প্রশিক্ষণ ও যুব উন্নয়ন কার্যক্রম

২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫টি বহিঃপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য ৭৫৯ জন প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫ প্রান্তিকে ৩টি ট্রেডে ৪টি ব্যাচে ৮০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো ৪০ জনের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। যুব উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫ প্রান্তিকে ৪৩ জন বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে ও ১৪ জনের আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

বন্ধুচুলা ও সোলার কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫ প্রান্তিকে ২,৯২১টি খানায় বন্ধুচুলা এবং ২,১৮১টি খানায় সোলার হোম-সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সম্প্রতি এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের শনাক্ত ও তালিকাভুক্ত করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং তাদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান করা হচ্ছে। ১৩৭টি ইউনিয়নের ২,৬৩২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে পিকেএসএফ-এর সভাপতি মহোদয়ের স্বাক্ষরে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

ঋণ বিতরণ কার্যক্রম

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮৫ কোটি টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫ প্রান্তিকের ডিসেম্বর মাসে ৯.১৬ কোটি টাকাসহ অর্থবছরে এ পর্যন্ত মোট ৪১.৭২ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম

বিশেষ সঞ্চয়-কার্যক্রমের আওতায় ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ২,৫০৩ জন সদস্য ১.০৪ কোটি টাকা ব্যাংক হিসাবে সঞ্চয় জমা করেছেন এবং মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫ প্রান্তিকে ৪৫ জন সদস্য অনুদানসহ ১৬.৬৫ লক্ষ টাকা সঞ্চয় ফেরৎ পেয়েছেন।

DFID-র প্রতিনিধি কর্তৃক সাতক্ষীরায় সংযোগ কর্মসূচি পরিদর্শন

DFID বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টিটিভ মিজ সারা কুক বিগত ২৫ নভেম্বর ২০১৫ সাতক্ষীরায় মঙ্গা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ (সংযোগ) কর্মসূচির কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এছাড়া, DFID থেকে মিজ হেলেন ও'কোনর, ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড এনভায়রনমেন্ট এ্যাডভাইজার; মি: ড্যান এলাইফি, হিউম্যানিটারিয়ান এ্যাডভাইজার; মিস সৈয়দা মাসারাত কাদের, প্রাইভেট সেক্টর এ্যাডভাইজার; মি: মোহাম্মদ রকিবুল ইসলাম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গ্রোথ এন্ড প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট এবং মিজ নাফিসা জিয়াউদ্দিন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এন্ড ডেভেলপমেন্ট এই পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করেন। জনাব গোলাম তৌহিদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক; জনাব এ.কিউ.এম. গোলাম মাওলা, মহাব্যবস্থাপক; ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী, উপ-মহাব্যবস্থাপকসহ পিকেএসএফ-এর অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ DFID প্রতিনিধিদলের সফরসঙ্গী ছিলেন।

DFID প্রতিনিধিরা সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় সহযোগী সংস্থা **নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)**-এর জলবায়ুজনিত নাজুক মুন্সীগঞ্জ শাখা পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিগণ সংযোগভুক্ত সদস্যদের দলীয় কর্মকাণ্ড, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত তাদের অভিযোজনভিত্তিক জীবিকায়ন, যেমন-বস্তায় সবজি চাষ, কোয়েল পালন, কুঁচিয়া মোটাতাজাকরণ, হাঁস পালন, কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ, হস্তশিল্প ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। তারা সংযোগ কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা কার্যক্রম, বিশেষ আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড (কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ) প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন কৃষিজ ও অকৃষিজ পণ্যের বাজার সংযোগ পর্যবেক্ষণ করেন। তারা LIFT কর্মসূচির আওতায় লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সুপেয় পানি উৎপাদন ও সরবরাহ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। মিজ কুক পিকেএসএফ-এর মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের সামগ্রিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি এলাকার জলবায়ুজনিত কারণে অতিনাজুক খানাগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দৃশ্যমান ইতিবাচক অভিঘাত সৃষ্টির জন্য পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

সংযোগ কর্মসূচির আওতায় কবুতর পালন

লবণাক্ততার কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের সর্বত্র গবাদি পশুখাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে, এসকল এলাকায় গবাদি পশু পালন করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। এছাড়া, আমাদের দেশের মঙ্গাক্রান্ত প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে কর্মসংস্থানের বৈচিত্র্য যথেষ্ট কম। এই পরিপ্রেক্ষিতে **সংযোগ** কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে উপকূলবর্তী এলাকা এবং জামালপুর জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সদস্যদের জন্য কবুতর পালনকে বিশেষ আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। **সংযোগভুক্ত** সদস্যদের মাঝে এ পর্যন্ত ২০৭টি কবুতর পালন প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। প্রদর্শনী আরম্ভ করার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে প্রত্যেক সদস্যকে ১০ জোড়া কবুতর, তাদের ঘর নির্মাণ, খাদ্য ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ অনুদান সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। প্রদর্শনীর বাড়তি খরচ মেটানোর লক্ষ্যে **সংযোগ** কর্মসূচির আওতায় সদস্যদের জন্য নমনীয় শর্তে ঋণের ব্যবস্থাও রয়েছে। সদস্যদের বাড়তি পারিবারিক আয় যোগাতে বর্তমানে অধিকাংশ প্রদর্শনী কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। ফলে, আগ্রহী **সংযোগ** সদস্যদের মাঝে কবুতর পালন কার্যক্রম সম্প্রসারণ অব্যাহত রয়েছে।

টেকসই কবুতর খামারের দ্রুত সম্প্রসারণ প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি মোকাবেলা করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখতে পারে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক বীমা বিষয়ক সেমিনার

পিকেএসএফ-এর আয়োজনে বিগত ২৫ নভেম্বর ২০১৫ অন্তর্ভুক্তিমূলক বীমা (ক্ষুদ্রবীমা) বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব ড. এম. আসলাম আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)-এর

সভাপতি এবং Japan International Cooperation Agency (JICA)-এর ঊর্ধ্বতন উপদেষ্টা Mr. Kazuto Tsuji। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন JICA, Bangladesh-এর ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধি, Mr. Hiroyuki Tomita, Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Japan-এর প্রতিনিধি Mr. Henry Scheyvens এবং ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স, ঢাকা-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক বাকী খলীলী। পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ সহযোগী সংস্থা এবং বিভিন্ন দাতাসংস্থার (ADB, DFID) প্রতিনিধিগণ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ : একটি নতুন সম্ভাবনা

খুলনার দাকোপ ও কয়রা উপজেলা এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগর ও আশাশুনি উপজেলায় সুপেয় পানির সংকট প্রকট। পিকেএসএফ LIFT কর্মসূচির আওতায় দাকোপ ও শ্যামনগরে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে Reverse Osmosis Plant স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে সুপেয় পানি উৎপাদন ও সরবরাহ কার্যক্রম শুরু করেছে।

সহযোগী সংস্থা **আদ-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার**-এর মাধ্যমে খুলনার দাকোপে বিদ্যুৎ চালিত Reverse Osmosis Plant স্থাপনে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৭.৫০ লক্ষ টাকা। এ প্লান্টটির উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক প্রায় ৫০০ লিটার। প্লান্টটির মাধ্যমে লিটার প্রতি আনুমানিক ০.৪০ টাকা খরচে সুপেয় পানি উৎপাদন করে স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে লিটার প্রতি ০.৭৫ টাকা দরে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া, প্লান্ট থেকে দূরবর্তী এলাকায় ভ্যানযোগে লিটার প্রতি ১.০০ টাকা হিসেবে দরিদ্র খানা পর্যায়ে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত অবস্থা সম্পন্ন স্থানীয় জনসাধারণও সাশ্রয়ী মূল্যে প্লান্ট হতে পানি সংগ্রহ করে থাকেন। এলাকাটিতে শুষ্ক মৌসুমে (নভেম্বর-মে) পানির চাহিদা বেশি থাকে। এই

সময় প্লান্ট হতে দৈনিক গড়ে প্রায় ৪০০ লিটার সুপেয় পানি উৎপাদন ও বিক্রি হয়ে থাকে। এলাকার জনগণের মধ্যে সুপেয় পানির চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ সুবিধাসম্পন্ন লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় ছোট আকারের এই জাতীয় সুপেয় পানি সরবরাহ প্লান্ট স্থাপনকারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

ইউপিপি-উজ্জীবিত কার্যক্রম

নভেম্বর ২০১৩ সাল থেকে বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের ২৮টি জেলার ১,৭২৪টি ইউনিয়নে Food Security 2012 Bangladesh (Ujjibito) প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে পিকেএসএফ-এর ৩৮টি সহযোগী সংস্থার ৭৬৬টি শাখার মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মএলাকায় বসবাসরত প্রায় ৩.২৫ লক্ষ নারী-প্রধান এবং অতিনাজুক অতিদরিদ্র খানাকে চরম দারিদ্র্য অবস্থা থেকে উত্তরণে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

কিশোরী ক্লাব গঠন ও পরিচালনা

প্রকল্পের নতুন উদ্যোগ হল **উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব** গঠন। কিশোরী ক্লাব গঠনের মূল লক্ষ্য কিশোরীদের ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং নারীর ক্ষমতায়নে সামাজিক ইস্যু যেমন বাল্যবিবাহ বন্ধ, যৌতুককে না বলা, জন্ম নিবন্ধনসহ বিবিধ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি। ইতোমধ্যে ৪৪টি কিশোরী ক্লাব গঠিত হয়েছে। প্রতিটি ক্লাবে কিশোরীরা সপ্তাহে একদিন একত্রিত হয়। প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল) প্রতি মাসে ২ দিন ক্লাব সভায় উপস্থিত থাকেন এবং সচেতনতামূলক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। এই সভায় কিশোরী নেত্রীদের তত্ত্বাবধানে খেলাধুলা, গান, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কবিতা লিখন ও আবৃত্তি চর্চা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রতিটি ক্লাবের তত্ত্বাবধানে গ্রামে অভিভাবকদের সমন্বয়ে একটি বাল্য বিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। ১২-১৮ বছরের যে কোন কিশোরী ক্লাবের সদস্য হতে পারে এবং তাদের প্রত্যেকেই পাক্ষিক ৫/- টাকা চাঁদা প্রদান করেন। ক্লাবের সকল কার্যক্রম নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হয়, সহযোগী সংস্থাসমূহ শুধু পরামর্শ সেবা প্রদান করে থাকে।

প্রতি বছর কমপক্ষে একটি উজ্জীবিত স্যাটেলাইট ক্লিনিক/উজ্জীবিত স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনা এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদ্‌যাপন

বিগত ৩ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে উজ্জীবিত প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থা টিএমএসএস ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে **আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৫**-এর র‍্যালী ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

গবেষণা কার্যক্রম

পিকেএসএফ একটি শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে অন্যান্য ঋণের পাশাপাশি কৃষি ও মৌসুমী ঋণের চাহিদার নিরিখে সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায়ে ক্ষুদ্র অর্থায়ন করে যাচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে এই উভয় ধরনের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে সহযোগী সংস্থাসমূহ কি ধরনের ঝুঁকি মোকাবেলা করছে এবং এর প্রতিকার কি হতে পারে তা নিয়ে ফাউণ্ডেশন গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে **পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের ক্ষেত্রে কৃষি ও মৌসুমী ঋণের ঝুঁকি ও এর কারণসমূহ** চিহ্নিত করার জন্য গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

গবেষণাটি প্রাথমিক এবং অন্য সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যের জন্য কৃষি ও মৌসুমী ঋণ বিতরণ করে এমন ১২টি সহযোগী সংস্থার ওপর ১২টি কেআইআই এবং ২টি এফজিডি করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন, লিটারেচার রিভিউ, পিকেএসএফ-এর বার্ষিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ ইত্যাদি হতে মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে কৃষি ও মৌসুমী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি চিহ্নিত করা হয়েছে। গবেষণাতে কৃষি ও বিভিন্ন ধরনের মৌসুমী ঋণের ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্যে বেশ কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

PACE প্রকল্পের কার্যক্রম

কাঁকড়ার হ্যাচারি স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্য কাঁকড়ার উৎপাদন বৃদ্ধি ও এই খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ কাঁকড়ার হ্যাচারি স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ভিয়েতনামে বিশেষভাবে সফল এ ধরনের হ্যাচারি প্রযুক্তি গ্রহণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ ও আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর যৌথ অর্থায়নে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের আওতায় এ প্রযুক্তি স্থানান্তরের কাজটি সম্পন্ন হবে।

এ লক্ষ্যে পিকেএসএফ ইতোমধ্যে Center for Education and Community Development (CECD) নামের ভিয়েতনামের একটি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একটি সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা সম্পাদন করেছে। পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট ভিয়েতনামের বিশেষজ্ঞ দল বিগত ২৫ নভেম্বর হতে ৯ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত উপকূলীয় ৩টি জেলা কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও পটুয়াখালীতে এই সমীক্ষা পরিচালনা করেছে। প্রাথমিক সমীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সাতক্ষীরা জেলার উপকূলীয় অঞ্চলে কাঁকড়ার হ্যাচারি স্থাপনের কাজ শুরু হবে।

কর্মশালা

পিকেএসএফ ও Development Alternatives Incorporated (DAI)-এর যৌথ উদ্যোগে বিগত ১৩ এবং ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ যশোর ও বরিশালে দু'টি সংযোগ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। USAID-এর আর্থিক সহায়তায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় ২০টি জেলায় DAI কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Agricultural Value Chains (AVC) প্রকল্পের সদস্য এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ পরিচালিত কার্যক্রমের সদস্যদের মধ্যে আর্থিক সেবা ও কারিগরি সহায়তার সমন্বয় করার লক্ষ্যে কর্মশালা দু'টি আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে পরিচালিত কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক পরিষেবা এবং AVC প্রকল্পের কর্মকাণ্ড বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করা হয়। জনাব আকন্দ মোঃ রফিকুল

ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক এবং জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ কর্মশালা দু'টিতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও DAI-এর সংশিষ্ট কর্মকর্তা, পিকেএসএফ-এর নির্বাচিত সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি এবং AVC প্রকল্পের সদস্যগণ কর্মশালা দু'টিতে অংশগ্রহণ করেন।

জামদানী খাতের উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণে সভা

পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন PACE প্রকল্পের আওতায় দেশের ঐতিহ্যবাহী জামদানী শিল্পের বিকাশে সম্ভাব্য ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নির্ধারণকল্পে গত ১ নভেম্বর ২০১৫ খ্যাতনামা ফ্যাশন ডিজাইনার বিবি রাসেলের সাথে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। PACE প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ এই সভায় অংশগ্রহণ করেন।

SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম

বাংলাদেশের দারিদ্র্য পীড়িত পরিবারের সন্তানদের মধ্য হতে প্রশিক্ষণের উপযুক্তদের চাহিদা-তাড়িত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পিকেএসএফ Skills for Employment Investment Programme (SEIP) শীর্ষক প্রকল্পের একটি অংশ বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এই প্রকল্পের কার্যক্রম বিগত ৭ মে ২০১৫ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। SEIP প্রকল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে অন্তত ৭০% প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হবে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থবিভাগ এই প্রকল্প বাস্তবায়নে নির্বাহী সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থবিভাগ Skill Development Coordination and Monitoring Unit

(SDCMU) নামে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করেছে। SDCMU-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পিকেএসএফ-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ সরকার এবং সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন যৌথভাবে এই প্রকল্পের অর্থায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় প্রথম ধাপে পিকেএসএফ কর্তৃক ১০,০০০ যুবক/যুবতীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর ঋণ প্রকল্পভুক্ত পরিবারের তরুণ/তরুণীদের ১৫টি কারিগরি ট্রেডের আওতায় ৩ থেকে ৬ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

সর্বশেষ অগ্রগতি

প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১৫ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে পিকেএসএফ-এ একটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট গঠন করা হয়েছে। এই ইউনিটের সদস্যদের পিকেএসএফ-এর কর্মপদ্ধতি এবং নিয়মকানুনের ওপর ২০১৫-র অক্টোবর মাসে ৪ দিনব্যাপী একটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পিকেএসএফ-এর ৮৪টি সহযোগী সংস্থাকে এই প্রকল্পের সহযোগী সংস্থা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা ও দক্ষতা এবং চাকরি প্রদানে সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ২২টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানকে এই প্রকল্পের প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৫ হতে ৪টি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে ৬টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীগণের জন্য প্রশিক্ষণ (অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১৫)

কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থীদের পর্যায়	ব্যাচের সংখ্যা	মেয়াদ (দিন)	সহযোগী সংস্থা সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)	ভেন্যু
উচ্চতর ক্ষুদ্রঋণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	৩	৩	৪৮	৫৪	পিকেএসএফ ও আইএনএম
আর্থিক পণ্যের নকশা প্রণয়ন ও বহুমুখীকরণ	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	২	৩	২৬	২৯	পিকেএসএফ ও আইএনএম
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	৫	৩	৬৬	৯৫	পিকেএসএফ ও আইএনএম
এনজিও এবং এমএফআই-দের জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	২	৫	২৩	৩৮	পিকেএসএফ ও আইএনএম
এনজিও-এমএফআই-দের কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক	২	৫	২৫	৩৫	পিকেএসএফ
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	২	৩	৩০	৩৫	পিকেএসএফ
সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা	মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	৬	৫	১০৪	১১৮	আইএনএম
প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ	মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	২	৫	৩৪	৩৫	আইএনএম
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	শাখা কার্যালয়ে কর্মরত হিসাবরক্ষক	৯	৪	১০৯	১৭৭	আইএনএম
দারিদ্র্য দূরীকরণে দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা	মাঠকর্মীগণের জন্য	২৮	৫	১০৪	৬৭৪	ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নির্বাচিত ১৫টি প্রশিক্ষণ ভেন্যু
ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও মাঝারি উদ্যোগ কার্যক্রম এবং ব্যবস্থাপনা	মাঠকর্মীগণের জন্য	১২	৫	৬০	২৭৩	ঢাকার বাইরে নির্বাচিত ৯টি প্রশিক্ষণ ভেন্যু
ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা	PACE প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থার মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	৪	৫	৪৮	৮৬	পিকেএসএফ ও আইএনএম
মোট		৭৭	-----	৬৭৭	১৬৪৯	

সহযোগী সংস্থা ব্যতীত অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ

• Caritas Bangladesh এর মধ্যম পর্যায়ের ২১ জন কর্মকর্তার জন্য ৬-১০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে Microcredit Operation & Financial Management শীর্ষক একটি কোর্সের ওপর ৫ দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

• বিগত ১১ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে N-60th BCS Foundation Training কোর্স-এর ৪৩ জন কর্মকর্তার জন্য Programmes & Activities of PKSF in Poverty Alleviation শীর্ষক অর্ধ-দিবসের একটি ওরিয়েন্টেশন সেশন আয়োজন করা হয়।

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দের দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

ক) Bangladesh Institute of Management আয়োজিত ২৫ অক্টোবর-০৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে Income Tax and Vat Management শীর্ষক প্রশিক্ষণে পিকেএসএফ থেকে উপ-ব্যবস্থাপক ও সহকারী ব্যবস্থাপক পদের মোট ১০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

খ) বিগত ১৪-১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে Bangladesh Bank ও United Nations Development of Economic and Social Affairs (UNDESA)-এর যৌথ উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকায় অনুষ্ঠিত Macroeconomic Stability, Private Sector Development and Economic Growth শীর্ষক কর্মশালায় ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রাণিসম্পদ) জনাব এ.কে.এম. নূরুজ্জামান, উপ-মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), জনাব দীপেন কুমার সাহা, সহকারী মহাব্যবস্থাপক অংশগ্রহণ করেন।

গ) কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের অনুষ্ঠিত ১০-১১ ডিসেম্বর ২০১৫ বাংলাদেশ এ্যানিমেল হাজবেন্ড্রী এসোসিয়েশন-এর ৯ম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন এবং Safe Milk for Healthy Nation শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে ৫ জন পিকেএসএফ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

বিদেশী প্রতিনিধিগণের পিকেএসএফ পরিদর্শন

ক) Mr. Godfrey Chamwaita Chitambo, Executive Director, Zimbabwe Association of Microfinance Institutions (ZAMFI) এবং Mr. Brian Zimunhu, Managing Director, Zimbabwe Microfinance (ZMF) পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম বিষয়ে সম্যক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিগত ১৭-২৩ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তাঁরা পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা সাজেদা ফাউন্ডেশন, ঢাকা এবং আইডিএফ ও ইপসা, চট্টগ্রাম এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

খ) Mr. Kajuto Tsuji, Chairman, Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) Ges Mr. Henry Scheyvens, Area Leader, Natural Resources and Ecosystems, Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Japan গত ২৫-২৭ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে পিকেএসএফ পরিদর্শনে এসে সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম বিষয়ে অবহিত হন।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে অংশগ্রহণ

ক) Center for Education and Community Development (CECD), Vietnam-এ Climate Change Adaptation Program and Hatchery (Crab & Fish) বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে বিগত ১১-১৬ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে পিকেএসএফ-এর নিম্নলিখিত ৪ জন এবং সহযোগী সংস্থার ১ জনসহ মোট ৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন: ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, সভাপতি; জনাব মোঃ আবদুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক; জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম); ড. শরীফ আহম্মদ চৌধূরী, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রাণিসম্পদ), পিকেএসএফ এবং জনাব লুৎফর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)।

খ) Indian Technical & Economic Cooperation Programme (ITEC) বৃত্তির আওতায় ১৬ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ হতে ৮ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ভারতের National Institute for Micro, Small and Medium Enterprise (NIMSME), Hyderabad এ অনুষ্ঠিত ITEC Course on Innovative Strategies for SME Development (ISSD)-এ পিকেএসএফ থেকে জনাব মাহমুদ হাসান, ব্যবস্থাপক এবং জনাব এ. কে. এম. রাশেদুর রহমান, উপ-ব্যবস্থাপক অংশগ্রহণ করেছেন। একই বৃত্তির আওতায় ২৯ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ হতে ২২ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ভারতের National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBuD)-এ অনুষ্ঠিত Training of Entrepreneurship and Promotion of Income Generation Activities (TTEPIGA)-এ পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম বিভাগের ২ জন ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ আশরাফুল হক এবং জনাব আবুল কালাম আজাদ অংশগ্রহণ করেন।

PACE প্রকল্পের আওতায় IFAD-এর আয়োজনে গত ২৫-২৮ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে হ্যানয়, ভিয়েতনামে অনুষ্ঠিত IFAD Financial Management and Procurement Workshop/Clinic শীর্ষক প্রশিক্ষণে PACE প্রকল্পের জনাব মোঃ মহিদুল ইসলাম, ফাইনান্সিয়াল এনালিস্ট (প্ল্যানিং, বাজেটিং) এবং জনাব এ. বি. এম. আলজাবের হীরক, প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট অংশগ্রহণ করেন।

ইন্টার্নশীপ কার্যক্রম

অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১৫ সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ১ জন ও Bangladesh International Institute-এর অপর একজন ছাত্র ইন্টার্ন হিসেবে পিকেএসএফ-এ কাজ করেছেন।

সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি স্বাক্ষর

- বিএআরআই উদ্ভাবিত উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ও কৌশলসমূহ পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ফাউণ্ডেশনের কৃষি ইউনিটের আওতায় বিগত ৩০ নভেম্বর ২০১৫ পিকেএসএফ এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ভাগ্য রাণী বণিক।

- পিকেএসএফ এবং চট্টগ্রাম জেলার রাউজানস্থ জে. কে. মেমোরিয়াল হাসপাতালের মধ্যে বিগত ৭ ডিসেম্বর ২০১৫ পিকেএসএফ ভবনে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পিকেএসএফ-এর পক্ষে জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) এবং জে. কে. মেমোরিয়াল হাসপাতাল-এর পক্ষে জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খান, চেয়ারম্যান সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম উপস্থিত ছিলেন। এখন থেকে জে. কে. মেমোরিয়াল হাসপাতাল হতে উক্ত অঞ্চলে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের আওতাভুক্ত সদস্যগণ এবং তাদের পরিবারের সদস্যগণ সাশ্রয়ী/বিশেষ হ্রাসকৃত মূল্যে মানসম্মত চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ পাবেন।

- **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে বিগত ১১ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে পিকেএসএফ ও ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স (আইএনএম)-এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পিকেএসএফ-এর পক্ষে জনাব মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও আইএনএম-এর পক্ষে ড. তৌফিক হাসান, যুগ্ম পরিচালক (গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা) চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

- **সংযোগ** কর্মসূচির সপ্তম পর্যায়ের অভিঘাত মূল্যায়নের লক্ষ্যে বিগত ২৯ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে পিকেএসএফ ও আইএনএম-এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পিকেএসএফ-এর পক্ষে জনাব মোঃ হেমায়েতুর রহমান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) এবং আইএনএম-এর পক্ষে জনাব মোঃ আবদুল হাই মৃধা, উর্ধ্বতন যুগ্ম পরিচালক (প্রশিঃ ও প্রশাসন) চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

Bangladesh Development Forum 2015-এ অংশগ্রহণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক বিগত ১৫-১৬ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে Bangladesh Development Forum (BDF) 2015 উপলক্ষে একটি উন্নয়ন মেলা আয়োজন করা হয়। মেলা উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উন্নয়ন মেলায় পিকেএসএফ অংশগ্রহণ করে। মেলায় পিকেএসএফ-এর স্টলে ফাউণ্ডেশনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের তথ্যাবলীর ভিত্তিতে নির্মিত একটি Infograph প্রদর্শন এবং **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিসহ বিভিন্ন চলমান কর্মকাণ্ডের তথ্যাবলী এবং বিভিন্ন প্রকাশনা প্রদর্শন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মেলা পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ-এর স্টল পরিদর্শন করেন।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

ঋণ বিতরণ: পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ১১৭৮২.৪৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থায় ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২২৮৩৪৪.৫২ মিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.১৩ ভাগ। নিচে নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ফাউণ্ডেশনের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসূচি/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ - সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ - সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)		
বুনিয়াদ	১৬১৭৭.৯০	৩২৩১.৪৭
জাগরণ	৯৯১৯৪.৩৯	১৮৩৮৬.৪৬
অগ্রসর	৩৪০২৬.৪০	১১০২৬.১১
সাহস	৬৭৮.২০	২২০.৭৫
সুফলন	৫৬৪৮৬.৭০	৫০০০.৯৭
কেজিএফ	৩৩২১.৫০	৭০৩.০০
সমৃদ্ধি	১১১৪.০৫	৮০৮.১৮
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	২৯৩০.৭৩	২০.৮৩
মোট (মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ)	**২১৩৯২৯.৮৬**	**৩৯৩৯৭.৭৬**
প্রকল্পসমূহ		
ইফরাপ	১১২২.৫০	১৫.৫৯
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
লিফট	৫৪১.৫৮	২০৬.৩৬
লিফট (সহযোগী সংস্থা নয়)	৭০.৭২	২৯.১০
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
এমএফএমএসএফপি	৩৬১৯.৬০	১১৮.৯০
এমএফটিএসপি	২৬০২.৩০	৩.৬০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৮৭.৪৭
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	**৬৭১.৩২**	**০.০২**
মোট (প্রকল্পসমূহ)	**১৪৪১৪.৬৬**	**৪৬১.৫৮**
সর্বমোট	**২২৮৩৪৪.৫২**	**৩৯৮৫৯.৩৪**

কার্যক্রম/প্রকল্প	ঋণ বিতরণ (২০১৪-১৫) নভেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণ বিতরণ (২০১৫-১৬) নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত (মিলিয়ন টাকায়)
বুনিয়াদ	৮৫৪.১০	৯৯০.০০
জাগরণ	৩৬০৪.৫০	৪০৭৮.২০
অগ্রসর	২১৫৮.৭০	২৯৮১.৫০
সুফলন	৩০১১.০০	২৯৮৮.০০
সাহস- ডিএমএল	৫০.০০	৫০.০০
কেজিএফ	৮৪.০০	৩৫১.৫০
সমৃদ্ধি	৩৬.৮০	৩২৫.৬৪
প্রাতিষ্ঠানিক	০.০০	০.০০
লিফট	৪৪.৬০	১৭.৫০
মোট	**৯৮৪৩.৭০**	**১১৭৮২.৪৪**

২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৯৯.৯৩ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এই সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ২০৬৯.৮৫ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার ৯৯.৬৭। নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা সদস্যের সংখ্যা ৮.৭৯ মিলিয়ন, যাদের মধ্যে শতকরা ৯১.২৬ জনই মহিলা।

Component-wise Loan Disbursement in FY 2014-15 (Up to Nov-2014) Million Taka

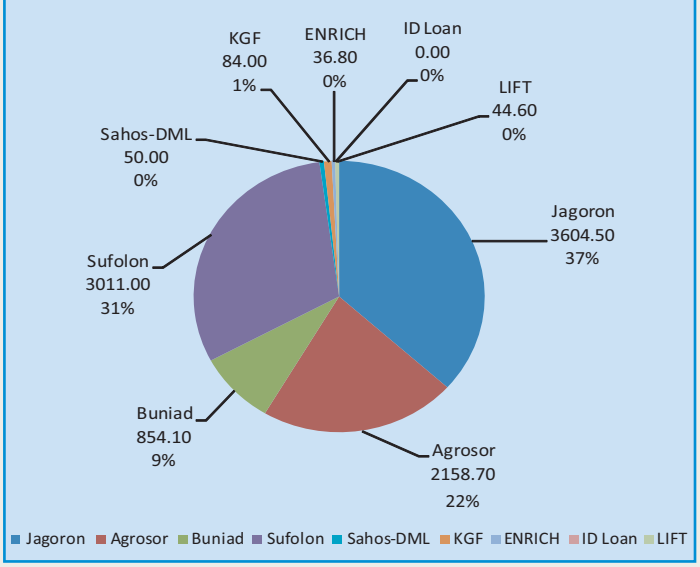

Component-wiseLoan Disbursement in FY 2015-16 (Up to Nov-2015) Million Taka

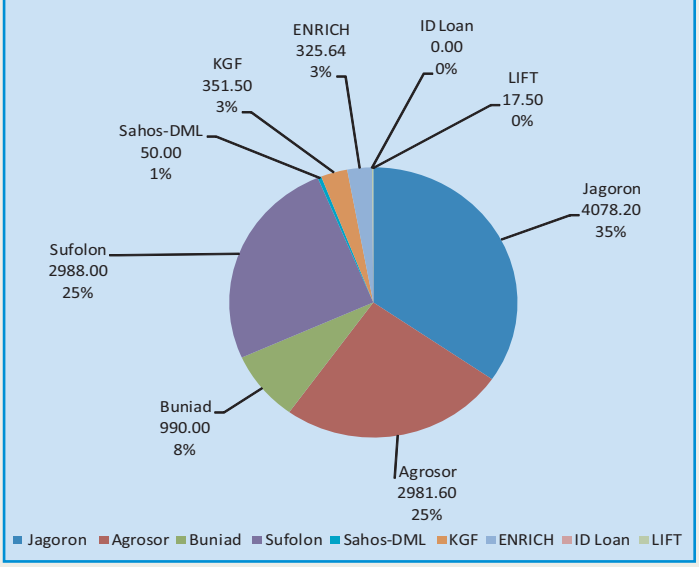

পিকেএসএফ প্রসঙ্গে

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গত দুই দশকে পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ মানুষ ও সমাজের চাহিদাসাপেক্ষে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করে চলেছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	সভাপতি
জনাব মোঃ আবদুল করিম (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ)	সদস্য
ড. প্রতিমা পাল মজুমদার	সদস্য
ড. এ.কে.এম. নূর-উন-নবী	সদস্য
জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ	সদস্য
ড. এম.এ. কাশেম	সদস্য
মিজ. নিহাদ কবির	সদস্য

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেশক	:	জনাব মোঃ আবদুল করিম ড. মোঃ জসীম উদ্দিন
সম্পাদক	:	অধ্যাপক শফি আহমেদ
সদস্য	:	মাসুম আল জাকী শারমিন মৃধা সাবরীনা সুলতানা

বুক পোস্ট

ফাউণ্ডেশনের ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা

পিকেএসএফ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এর সভাপতিত্বে বিগত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্ষদের সদস্যবৃন্দের মধ্যে ড. প্রতিমা পাল মজুমদার; ড. এ. কে. এম. নূর-উন-নবী, ড. এম. এ. কাশেম, জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, মিজ. নিহাদ কবির, জনাব মোঃ ফজলুল হক, প্রফেসর এম. এ. বাকী খলীলী, ড. বন্দনা সাহা, মিসেস বুলবুল মহলানবীশ, জনাব মোঃ এমরানুল হক চৌধুরী, বেগম রাজিয়া হোসেন, জনাব ইশতিয়াক উদ্দীন আহমদ, জনাব নাজির আহমেদ খান, ড. নাজনীন আহমেদ, প্রফেসর শফি আহমেদ, জনাব মুন্সি ফয়েজ আহমেদ, বেগম মনোয়ারা হাকিম আলী এবং ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় পিকেএসএফ কর্মকাণ্ডের ওপর সভাপতি মহোদয় বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। তিনি পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বৈচিত্র্যময় এবং বহুমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিগত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত/পরামর্শ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন।

সভায় নিরীক্ষক MABS & J Partners, চার্টার্ড একাউন্টেন্টস্ কর্তৃক সম্পাদিত ফাউণ্ডেশনের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।

ড. এম. এ. কাশেম, জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, মিজ. নিহাদ কবির, প্রফেসর এম. এ. বাকী খলীলী এবং জনাব ইশতিয়াক উদ্দীন আহমদ-এর বর্তমান মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ায় তাঁদেরকে আগামী দু'বছরের জন্য পুনঃমনোনয়ন প্রদান করা হয়। এছাড়া, সাধারণ পর্ষদের সদস্য ড. এম. এ. কাশেম, জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এবং মিজ. নিহাদ কবিরকে পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের বেসরকারি সদস্য হিসাবে আগামী দু'বছরের জন্য পুনঃমনোনয়ন প্রদান করা হয়।

পরিচালনা পর্ষদের সভা

• ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে বিগত ২৬ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে পিকেএসএফ পরিচালনা পর্ষদের ১৯৯তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্ষদ সদস্য ড. এ. কে. এম. নূর-উন-নবী, ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এবং জনাব মোঃ আবদুল করিম সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় ২ আগস্ট ২০১৫ চীনের Beijing HuXinCheng Investment Management Center (BHIMC) এবং পিকেএসএফ-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিটি অনুমোদন করা হয়। কাঁকড়া হ্যাচারী স্থাপনের লক্ষ্যে ভিয়েতনাম থেকে প্রযুক্তি স্থানান্তর ও বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় ১৬টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ১৩৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

• পিকেএসএফ সভাপতি ড. কাজী আহমদ-এর সভাপতিত্বে বিগত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে পরিচালনা পর্ষদের ২০০তম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ড. এ. কে. এম. নূর-উন-নবী, ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, ড. এম. এ. কাশেম, মিজ. নিহাদ কবির এবং ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ফাউণ্ডেশনের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং তা' অনুমোদনের লক্ষ্যে ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশের জন্য সুপারিশ করা হয়।

সভায় বিশ্বমানের কেয়ারগিভার ও নার্সিং এ্যাসিস্ট্যান্ট জনবল তৈরির লক্ষ্যে 'এ কে খান হেল্‌থকেয়ার ট্রাস্ট' এবং 'স্যার উইলিয়াম বেভারেজ ফাউন্ডেশন'-এর অনুকূলে আর্থিক মঞ্জুরি ও ০৭টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ১০৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।